রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৪, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
নবনিয়োগ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ মাঘ ১৪২৬/ ২০ জানুয়ারি ২০২০

নং **০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩৯.০১০.১৯-৩১**—৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষা, ২০১৮ এর ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের ৮০.২০০.০৬৪. ০০.০০.০২১.২০১৮-১৬১ নং পত্রের সুপারিশক্রমে এ প্রজ্ঞাপনের ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ১৮ জন প্রার্থীকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রবেশ পদে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুসারে টাকা ২২০০০—৫৩০৬০/- বেতনক্রমে নিম্নবর্ণিত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

(ক) তাঁকে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অথবা সরকার নির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) উক্ত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে তাঁকে তাঁর চাকরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সরকার যেরূপ স্থির করবে সেরূপ পেশাগত ও বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে;

(গ) তাঁকে ০২ (দুই) বছর শিক্ষানবিস হিসাবে কাজ করতে হবে। শিক্ষানবিসকালে যদি তিনি চাকরিতে বহাল থাকার অনুপযোগী বলে বিবেচিত হন, তবে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ ব্যতিরেকে তাঁকে চাকরি হতে অপসারণ করা যাবে;

মূল্য : টাকা ৪.০০

(ঘ) উপানুচ্ছেদ (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত প্রশিক্ষণ সাফল্যের সাথে সমাপন, বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং শিক্ষানবিসকাল সন্তোষজনকভাবে অতিক্রান্ত হলে তাঁকে চাকরিতে স্থায়ী করা হবে;

(ঙ) উপানুচ্ছেদ (ক)-এ উল্লিখিত প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার পূর্বে তাঁকে একজন জামানতদারসহ ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এ মর্মে একটি বন্ড সম্পাদন করতে হবে যে, যদি তিনি শিক্ষানবিসকালে অথবা শিক্ষানবিসকাল উত্তীর্ণ হওয়ার ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে চাকরিতে ইস্তফা দেন, তবে প্রশিক্ষণকালে তাঁকে প্রদত্ত বেতন-ভাতা, প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে উত্তোলিত অগ্রিম/ভ্রমণভাতা/অন্যান্য ভাতাদি ও তাঁর প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয়িত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে তিনি বাধ্য থাকবেন। প্রশিক্ষণের জন্য কর্মস্থল হতে অব্যাহতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট এ বন্ড দাখিল করে তাঁকে প্রশিক্ষণে যেতে হবে;

(চ) তাঁর ইস্তফা সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পূর্বে যদি তিনি তাঁর কর্তব্য-কাজে অনুপস্থিত থাকেন, তবে উপানুচ্ছেদ (ঙ) অনুযায়ী তাঁর নিকট সরকারের প্রাপ্য সমুদয় অর্থ পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী এ্যাক্ট, ১৯১৩ এর বিধান অনুসারে আদায় করা হবে এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(ছ) ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী তাঁর জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে;

(জ) যদি তিনি কোনো বিদেশি নাগরিককে বিবাহ করে থাকেন অথবা বিবাহ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে থাকেন তবে এ নিয়োগপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

(ঝ) চাকরিতে যোগদানকালে তাঁকে যোগদানপত্রের সাথে ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এ মর্মে একটি বন্ড সম্পাদন করতে হবে যে, তিনি নিজের বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য কোনো যৌতুক নিবেন না এবং কোনো যৌতুক দিবেন না;

(ঞ) এ প্রজ্ঞাপনে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁর চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধান ও আদেশ প্রযোজ্য হবে এবং সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রণীতব্য বিধি-বিধান ও আদেশ অনুসারে তাঁর চাকরি নিয়ন্ত্রিত হবে;

(ট) The Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর ১৩(১) উপবিধি অনুযায়ী সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সম্বলিত একটি ঘোষণাপত্র প্রার্থীকে চাকরিতে যোগদানের সময় সংশ্লিষ্ট ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে;

(ঠ) এ চাকরিতে যোগদানের জন্য তিনি কোনো ভ্রমণ ভাতা/দৈনিক ভাতা পাবেন না ;

(ড) মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্তদের মুক্তিযোদ্ধার সনদ পরবর্তীতে যাচাই-বাছাইকালে মিথ্যা বা জাল প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর নিয়োগ বাতিল হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হবে।

২। অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত শর্তাবলি তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে **আগামী ২০ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ** পূর্বাহ্নে ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত/ পদায়িত কার্যালয়ে যোগদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো। ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী কোনো নির্দেশ না পেলে উল্লিখিত তারিখেই তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগদান করবেন। নির্ধারিত তারিখে চাকরিতে যোগদান না করলে তিনি চাকরিতে যোগদান করতে সম্মত নন বলে ধরে নেয়া হবে এবং এ নিয়োগপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। (১) **ক্যাডারের নাম** : বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য)

পদের নাম : সহকারী সার্জন

নিয়োগপ্রাপ্ত : ১৮ (আঠার) জন।

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম
১.	১৯৬০	১২১৮৯৩	কানিজ ফাতেমা রুখসানা
২.	২০০৯	১২২১৯৭	রাকিবুল ইসলাম
৩.	৩০৬৭	১০৬১৫৬	রাবেয়া আক্তার
৪.	৩৪৮৯	১১০৪৫৪	সূচনা জামান
৫.	৩৯৭৬	১০৩৫১২	সানজিদা বাকী
৬.	৪১৫৫	১১৪৭২১	গোলাম আহমেদ ফাহিম
৭.	৪২২৮	১২৮৫৬২	রেজওয়ানা নাজনীন
৮.	৪২৯৪	১২৩৫৫৪	প্রীতম কুমার পাইক
৯.	৪৩০৪	১১০১৯৩	নাওয়াল মুসফিয়াহ
১০.	৪৩৫৪	১২২৬৫১	মানজুমা খানম
১১.	৪৩৮৯	১০৩২০৫	রোমানা আফরোজ
১২.	৪৪১৮	১২৪৬১৬	ইফাত-ই-জামান
১৩.	৪৪৩২	১১৬৬৩৫	সামিনা জেবিন
১৪.	৪৪৫৪	১২৭৩৪২	সুমাইয়া রহমান
১৫.	৪৪৭৭	১০২৬১২	জাহিদ উদ্দিন শোভন
১৬.	৪৪৮৮	১০৭৪১৫	কাজী তৌহিদা আক্তার
১৭.	৪৫৩৪	১০৫০৩৫	সিফাত-ই-তাসমীম
১৮.	৪৫৪২	১১৪৫১০	ফারজানা আফরোজ

৪। জনস্বার্থে এ নিয়োগ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd